দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN 1 8 2000 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষা পিছানো হইবে না

রেজানুর রহমান ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৮ সালের অনার্স পার্ট-৩ ফাইনাল পরীক্ষা কোনভাবেই পিছাইবে না। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২৪শে জানুয়ারী যথারীতি এই পরীক্ষা শুরু হইবে। ইতিপূর্বে দুইবার পিছাইয়া এই পরীক্ষা শুরু হইতেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিনুল ইসলাম (২য় পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

অনার্স পার্ট-৩

(প্রথম পৃঃ পর)

গতকাল (সোমবার) বলিয়াছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বৎসরে ৪৭টি পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেই হঠাৎ করিয়া কোন পরীক্ষা পিছাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। ২৪শে জানুয়ারী হইতে এই পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি ছাত্র-শিক্ষকসহ অভিভাবক মহলের প্রতি আহবান জানাইয়াছেন।

উল্লেখ্য, অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষায় সারাদেশে ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করিবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ইডেন কলেজসহ কয়েকটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষা পিছানোর জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছে। পরীক্ষা পিছাইয়া দেওয়ার দাবীতে একদল ছাত্র-ছাত্রী আন্দোলনে নামিয়াছে। ছাত্রদের একটি গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের একটি বক্তব্যের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা নিয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন। তিনি একবার বলিয়াছেন, ২৪শে জানুয়ারী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। তবে যাহারা এই পরীক্ষায় অংশ নিবে না তাহারা ৬ মাস পরে পরীক্ষা দিতে পারিবে। পরবর্তীতে তিনি পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন, ২৪শে জানুয়ারী যাহারা পরীক্ষা দিতে পারিবে না তাহাদেরকে পরবর্তীতে নূতন সিলেবাসের আওতায় পরীক্ষা দিতে হইবে।

গতকাল একজন অভিভাবক ইত্তেফাকে টেলিফোন করিয়া বলিয়াছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ছেলে-মেয়েদের ভাগ্য নিয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে। পরীক্ষার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন ঘোষণা না দেওয়ায় আমার মেয়ে পড়াশুনায় মনোযোগী হইতে পারিতেছে না। তিনি বলেন, পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট ঘোষণা চাই।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, পরীক্ষা পিছানোর আর কোন সুযোগ নাই। প্রশ্নপত্র-খাতাসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সকল কেন্দ্রের ঠিকানায় প্রেরণ করা হইয়াছে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে।